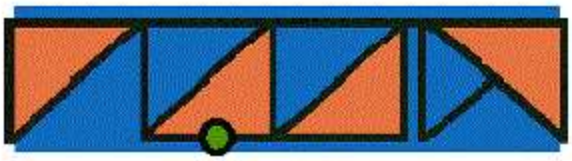

সংখ্যা : ৬৭

বাংলাভাষার ধাতু ও ক্রিয়া, এবং সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব

দেবদত্ত জোয়ারদার

(দ্বিতীয় অংশ)

গোড়ার কথা

১. ধাতু

কোনো কাজ করা হয়, করা হচ্ছে, করা হয়েছে, করা হল, করা হত, করা হয়েছিল, করা হবে ইত্যাদি সংবাদ দিতে বাক্যের মধ্যে যে শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকে **ক্রিয়াপদ** বলে। ক্রিয়াপদটি শুনে বা পড়ে বোঝা যায় –

(1) কাজটা কী (যেমন, বলা, ঘুমোনো); (2) কাজটা করার সময় বা কাল (যেমন, বলি, ঘুমোচ্ছিলাম); এবং (3) কে কর্তা অর্থাৎ কে কাজটা করে/করছে/করত ইত্যাদি [যেমন, (আমি) বলি, (সে) ঘুমোচ্ছিল, (তুমি) ঘুমোতে]।

1 অর্থাৎ কাজটা কী সেটা বোঝা যায় ক্রিয়াপদের যে অংশ থেকে সেটাই তার মূল অংশ, তার নাম **ধাতু**। **খাচ্ছি** ও **পাচ্ছি** ক্রিয়াপদ দু'টি শুনলেই আমরা যে অংশ থেকে কাজটা কী বুঝতে পারি তা হল প্রথম ক্ষেত্রে **খা** ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে **পা**। অধিকন্তু এও হয়তো বলা চলে যে সেই অংশটি দিয়েই ক্রিয়াপদের আরম্ভ। এই অংশটি এতটাই মৌলিক যে বাংলার যেকোনো আঞ্চলিক ভাষাতেও একই ক্রিয়াপদের মধ্যে **খা** ও **পা**-ই পাওয়া যাবে – যথা, পূর্ববঙ্গীয় **খাইতাছি/পাইতাছি**।

২. বিভক্তি

2 ও 3 অর্থাৎ কাজটার কাল ও কর্তা বোঝা যায় যে অংশ থেকে তা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তার নাম **বিভক্তি**। **খাইতেছি** ও **পাইতেছি** এই দু'টি ক্রিয়াপদ থেকে ধাতু **খা** ও **পা** ভিন্ন যা থাকে তা থেকেই বোঝা যায় কর্তা আমি ও কাল ঘটমান বর্তমান, এবং দু'ক্ষেত্রেই কর্তা-কাল নির্দেশক অংশটা অভিন্ন, তা হল **ইতেছি**। কাল ও কর্তা বোঝা না গেলে শব্দটি পূর্ণ ক্রিয়াপদ হল না, অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে তার কোনো ভূমিকা নেই - তাই বিভক্তিহীন ধাতুর কোনো অস্তিত্ব নেই। বিভক্তি অবশ্য অনেকাঙ্গ

একটা ব্যাপার; সে আলোচনায় যথাস্থানে প্রবেশ করব। এখানে এও লক্ষণীয় যে, বিভক্তির অভিন্নতা একটি উপভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ – ধাতুমূল এক হলেও সাধু-চলিত ভেদে কিংবা অঞ্চলভেদে ক্রিয়ার বিভক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বস্তুত, বিভক্তির বিভিন্নতাই নানা উপভাষার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হয়ে দাঁড়ায়। (লক্ষণীয়, এখানে উপভাষা বলতে সাধু ও চলিত রীতির বাংলাকেও দু'টি উপভাষা বলেই ধরতে হবে।)

৩. ধাতু ও বিভক্তি নির্ণয়: প্রথম স্তর

যে সরল কয়েকটি নমুনা থেকে আমরা কাজটা কী অর্থাৎ ধাতুটাকে চিনে নিলাম তা কি অত সরল থাকে যদি আমরা খাচ্ছি-র পাশাপাশি খেয়ে বা খেতে রূপগুলোর দিকে নজর দিই? কারণ সেখানে দেখতে পাই সেই খা-ধাতু হয়ে উঠেছে খে। তাই প্রশ্ন হল – কাজটা কী বা ধাতু (ওপরের 1), তার কাল (ওপরের 2) ও কর্তা (ওপরের 3) আমরা বৈজ্ঞানিক কোনো উপায়ে চিনব কী করে? 'গোড়ার কথা' অধ্যায়ে এর প্রথম স্তরটাই শুধু দেখব। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

করি, কর, করে, করেন – এই ক্রিয়াপদগুলি দেখা যাক।

- (১) এদের মধ্যে সমান অংশটা কী? – দেখা যাচ্ছে, করি = √কর্ + ই, কর = √কর্ + অ, করে = √কর্ + এ, করেন = √কর্ + এন। তাহলে সমান অংশ হল **কর্**। এটাই **ধাতু** বা **ধাতুমূল**, লেখা হয় গণিতের বর্গমূলের চিহ্ন (√) দিয়ে।

ধাতুমূল √কর্ বাদ দিলে ক্রিয়াপদের মধ্যে যা থাকে সেই 'ই' 'অ' 'এ' 'এন' অংশগুলোর নাম বিভক্তি। বিভক্তিগুলো থেকে এই সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে -

- (২) করি, কর, করে, করেন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কাজটা সবসময়ই করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে ক্রিয়ার **কাল** হল সাধারণ বর্তমান কাল।
- (৩) করি বোঝাচ্ছে যে **কর্তা** আমি/আমরা (উত্তম পুরুষ), কর বোঝাচ্ছে যে কর্তা তুমি/তোমরা (মধ্যম পুরুষ), করে বোঝাচ্ছে যে কর্তা অন্য লোক বা সে/তারা (প্রথম পুরুষ), করেন বোঝাচ্ছে যে কর্তা অন্য সম্মাননীয় লোক বা তিনি/তাঁরা (প্রথম পুরুষ)।

*** (৩) থেকে দেখা যায় বিভক্তির বিচিত্রতা (ই, অ, এ, এন) কেবল বিভিন্ন কর্তা নির্দেশ করছে। (২) থেকে নতুন কোনো বিভক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে – কালের বিভক্তি কি নেই? কালের বিভক্তিবৈচিত্র্য নিয়ে পরে আলোচনা করব, আপাতত বলা চলে সাধারণ বর্তমান কালের আলাদা কোনো কালবাচক বিভক্তি নেই, অর্থাৎ শূন্য বিভক্তি।

ওপরে কেবল সাধারণ বর্তমান কালের উদাহরণ নিয়ে বিভিন্ন পুরুষে আমরা বিভক্তিগুলো দেখলাম। অন্যান্য কালে বিভক্তিগুলো অন্যরকম হবে, কিন্তু ধাতুমূলটা একই থেকে যাবে কারণ কাজটা তো একই। সেই সঙ্গে একটি উপভাষা থেকে অন্য উপভাষায় রূপান্তরে (যেমন সাধু থেকে চলিতে) ঘটে যাবে ধাতু এবং/অথবা বিভক্তির মধ্যে নানারকম ধ্বনির পরিবর্তন।

(পরের অংশে যাওয়ার জন্যে বিষয়সূচিতে ফিরুন)

(পরবাস ৬৭, জুন ২০১৭)

© 1997 - 2017, Parabaas, Inc. All rights reserved.